APR. 06 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

যুগান্তর

শিহাব হত্যাকাণ্ড

ঘাতক রাজু সবুজ নাসিম ও রুবেলকে খুঁজছে পুলিশ : কুলখানিতে শত শত মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়ে

যুগান্তর রিপোর্ট

স্কুলছাত্র শিহাবকে অপহরণের আগে ঘাতকরা তার পিতার সম্পত্তি সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিল। পলাতক আসামি রাজুর বাবা-মা '৯৯ সালে শিহাবদের বাসার নিচতলায় ভাড়া ছিলেন। সেই সময়ই শিহাবের পিতার সহায়-সম্পত্তির ওপর ঘাতকদের চোখ পড়ে। গতকাল বাগেরহাটে গ্রামের বাড়িতে কুলখানি অনুষ্ঠিত হয়। কুলখানিতে শত শত মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়ে। পুলিশ রিমান্ডে লিটন জানিয়েছে, আমরা কয়েকজন বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। কিভাবে বড়লোক হওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করতাম। একদিন রাজু জানায়, শিহাবের বাবার অনেক টাকা। শিহাবকে অপহরণ করতে পারলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। সিদ্ধান্ত হয় ওই টাকা পেলে তারা বিদেশে চলে যাবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সবুজের স্বর্ণের চেইন বন্ধক রেখে সাইকেল কেনা হয়।

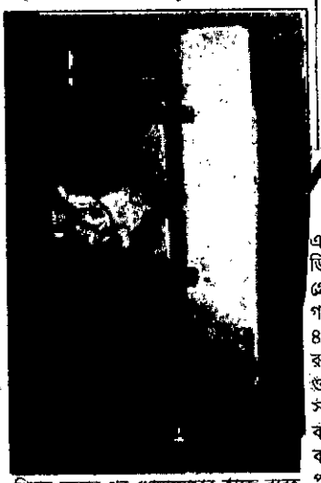

কান্নায় : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৮

শিহাব হত্যার পর ধোয়ামোছার কাজে ব্যবহৃ বালতি, মই ও অন্যান্য সামগ্রী —যুগান্ত

কান্নায় : ভেঙে পড়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এদিকে গ্রেফতারকৃত লিটনের তথ্য মতে, ডিবির একটি টিম পলাতক ৪ আসামিকে গ্রেফতারের জন্য ঢাকার বাইরে গেছে। গতকাল পর্যন্ত টিম ঢাকায় ফেরেনি। পলাতক ৪ আসামি হচ্ছে– রাজু, সবুজ, নাসিম ও রুবেল। গ্রেফতারকৃত লিটন, সাঈদ, রাসেল ওরফে রাশেদ এবং পলাতক ৪ জন এই সাতজন মিলে শিহাবকে অপহরণ ও হত্যা করেছিল। মূল ঘাতক তিনজনকে গ্রেফতার করলেও অপর প্রধান ৪ আসামি এখনও পলাতক। পলাতক ৪ আসামি গ্রেফতারের জন্য ডিবি বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালাচ্ছে। ডিবি কর্মকর্তারা বলছেন, রাজু, রুবেল, সবুজ ও নাসিমকে গ্রেফতার করতে পারলে আরও তথ্য জানা যেত। প্রধান ঘাতক রাজু ও রুবেল সম্পর্কে মামা-ভাগ্নে। শিহাবকে অপহরণ ও হত্যার পর রাজু রুবেলদের বাসায় ছিল। ৩১ মার্চ লিটন সাঈদ গ্রেফতার হওয়ার পর রাজু ও রুবেল পালিয়ে যায়। পুলিশের সন্দেহ রাজু ও রুবেল একসঙ্গেই আত্মগোপন করে আছে।

এদিকে পুলিশ শিহাবকে হত্যার আরও কিছু আলামত উদ্ধার করেছে। আলামতগুলোর মধ্যে রয়েছে ১টি স্বর্ণের চেইন, ১টি বালতি, ১টি স্টিলের দরজার পাল্লা ও বাঁশের তৈরি মই। ঘাতক সবুজ একটি স্বর্ণের চেইন তার এক বোনের কাছে তিন হাজার টাকায় বন্ধক রেখেছিল। এই টাকা দিয়ে সাইকেল কেনা হয়েছিল। শিহাবকে হত্যার পর স্টিলের দরজার পাল্লা দিয়ে তার লাশ ঢেকে রেখেছিল। শিহাবের খণ্ড খণ্ড লাশ নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে একটি টিনের চাল পার হওয়ার কাজে একটি মই ব্যবহার করা হয়। আর পাশের বাসা থেকে বালতি এনে রক্তাক্ত মেঝে পরিষ্কার করা হয়েছিল। গতকাল বিভিন্ন স্থান থেকে এই আলামত উদ্ধার করা হয়। আদালতে বিচারের সময় এই আলামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি শিহাবকে অপহরণ করে হত্যা করা হয়। ৫১ দিন পর পুলিশ শিহাবের লাশ উদ্ধার ও তিন অপহরণকারীকে গ্রেফতার করে।

কুলখানি

বাগেরহাট প্রতিনিধি জানান, ঘাতকদের হাতে খুন হওয়া মতিঝিল মডেল স্কুলের ছাত্র শিহাব আহমেদের কুলখানি গতকাল শুক্রবার বাদ আসর তার গ্রামের বাড়ি বাগেরহাটের যাত্রাপুরে অনুষ্ঠিত হয়। শত শত শোকার্ত মানুষের আহাজারিতে কুলখানির অনুষ্ঠানটি মূলত শোকসভায় পরিণত হয়। শিহাবের স্বজনরা তার স্মৃতিচারণ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তারা শিহাবের আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিচারের দাবি জানান। কুলখানিতে মিলাদ মাহফিল শেষে শত শত লোক শিহাবের কবর জিয়ারত করেন। এ সময় শিহাবের ৪ বছর বয়সের একমাত্র ভাই সাকিব আহমেদ শিহাবের কবরে ফুল দেয়। তখন অনেকে কেঁদে ওঠেন।